22-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে তাই কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম যেন না হয়, সদা বাবার আদেশ অনুসারে চলতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার যুক্তি কি? কোন্ রোগটি এই ক্ষেত্রে বিঘ্ন রূপে আসে?

*উত্তরঃ - পাথর থেকে পরশমণি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নারায়ণী (নর থেকে নারায়ণ হওয়ার) নেশা চাই। দেহ-অভিমান যেন না থাকে। এই দেহ-অভিমানই হলো কঠিনতম অসুখ। যতক্ষণ দেহী-অভিমানী না হবে, ততক্ষণ পরশমণিও হতে পারবে না। যারা পরশমণি হবে তারাই বাবার সহযোগী হবে। ২ - সার্ভিসও তোমাদের বুদ্ধিকে সোনায় পরিণত করবে। এইজন্য পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক পিতা সাবধানী নির্দেশ দেন যে বাচ্চারা নিজেদেরকে সঙ্গমযুগী ভাবো। সত্যযুগী তো ভাববে না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই নিজেদেরকে সঙ্গমযুগী ভাববে। অন্যরা তো সবাই নিজেদেরকে কলিযুগী ভাবছে। অনেক তফাৎ আছে - সত্যযুগ ও কলিযুগ, স্বর্গবাসী বা নরকবাসী। তোমরা হলে না স্বর্গবাসী, না নরকবাসী। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমবাসী। এই সঙ্গম যুগকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো আর কেউ জানে না। তোমরা যদিও জানো, কিন্তু বারে বারে ভুলে যাও। এখন মানুষকে কিভাবে বোঝাবে? তারা তো রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে। রামরাজ্য তো নয়। রাবণ দহন করতেই থাকে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এটাই হলো রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য কি এবং রাবণ রাজ্য কি, এইসব তোমরা এখন বুঝে গেছো - নম্বর অনুযায়ী। বাবা আসেন সঙ্গম যুগে, তাই তো বর্তমানে এই সাক্ষাৎ ঘটে - সত্যযুগ এবং কলিযুগের। কলিযুগবাসীদের নরকবাসী, সত্যযুগবাসীদের স্বর্গবাসী বলা হয়। স্বর্গবাসীদের পবিত্র, নরকবাসীদের পতিত বলা হয়। তোমরা তো অনুপম। সুতরাং তোমরা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকে জানো। তোমরা জানো আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বর্ণের চিত্রটিও খুব ভালো। এই চিত্রের আধারে তোমরা বোঝাতে পারো। কনট্রাস্ট (বিপরীত পার্থক্য) বোঝানো উচিত, যাতে মানুষ নিজেদেরকে নরকবাসী পতিত কাঙাল ভাবে। লেখা উচিত - এখন হলো পুরানো কলিযুগী দুনিয়া। সত্যযুগ স্বর্গ হলো নতুন দুনিয়া। তোমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গবাসী? তোমরা দেবতা না অসুর? এমন তো কেউ বলবে না যে আমরা হলাম স্বর্গবাসী। অনেকে এমন ভাবে আমরা তো স্বর্গে বসে আছি। আরে এটা তো হলো নরক তাইনা। সত্যযুগ কোথায়। এ হল রাবণ রাজ্য, তবেই তো রাবণকে পোড়ানো হয়। তাদের কাছেও অনেক উত্তর থাকে। সর্বব্যাপী নিয়েও কত ডিবেট (তর্কবিতর্ক) করে। তোমরা বাচ্চারা একদম সরাসরি জিজ্ঞাসা কর - এখন নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া। এমন ক্লিয়ার কন্ট্রাস্ট (পরিস্কার ভাবে উভয়ের পার্থক্য) বলা উচিত, এর জন্য বিশেষ বুদ্ধি চাই। এমন যুক্তি দিয়ে লেখা উচিত যাতে মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কি নরকবাসী, না স্বর্গবাসী? এটা কি পুরানো দুনিয়া, না নতুন দুনিয়া? এটা রামরাজ্য না রাবণ রাজ্য? আমরা পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার বাসিন্দা নাকি নতুন দুনিয়ার বাসিন্দা? হিন্দিতে লিখে তারপরে ইংরেজিতে, গুজরাটিতে ট্রান্সলেট করো। তো মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে আমরা কোথাকার নিবাসী। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় স্বর্গে গেছে কিন্তু স্বর্গ এখন আছে কোথায়? এখন তো হলো কলিযুগ। অবশ্যই পুনর্জন্মও এখানেই নেবে তাই না ! স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, সেখানে এখন যাবে কিভাবে? এইসব হলো বিচার সাগর মন্থন করার কথা। এমনই ক্লিয়ার কন্ট্রাস্ট যেন থাকে, তাতে লিখে দাও ভগবানুবাচ - প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমি সত্যযুগী রামরাজ্য নিবাসী, না কলিযুগী রাবণ রাজ্যের নিবাসী? তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সঙ্গম যুগী, তোমাদের তো কেউ জানেনা। তোমরা হলে সবার থেকে আলাদা এবং বাবার ঘনিষ্ঠ। তোমরা সত্যযুগ কলিযুগ সম্পর্কে যথার্থ ভাবে জানো। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো যে তোমরা বিকারী ভ্রষ্টাচারী নাকি নির্বিকারী শ্রেষ্ঠাচারী? এই নিয়ে তোমাদের বই তৈরি হতে পারে। নতুন কথা বের করতে হয় তাইনা, যাতে মানুষ ভাবে যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। তোমাদের এই লেখা দেখে তারা নিজেরাই নিজেকে প্রশ্ন করবে। একে (এই কলিযুগকে) আয়রন এজ তো সবাই বলে। সত্যযুগী দেবী-দেবতাদের রাজ্য তো একে কেউ বলতে পারবে না। এটা নরক না স্বর্গ। এমন ফার্স্ট ক্লাস লেখো যাতে মানুষ নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে আমরা হলাম অবশ্যই নরকবাসী পতিত। আমাদের মধ্যে দৈবী গুণ তো একেবারেই নেই। কলিযুগে কেউ সত্যযুগী হতে পারেনা। এমন বিচার সাগর মন্থন করে লেখা উচিত। যে অর্জন করবে সেই অর্জুন..... গীতায় অর্জুনের নাম দেওয়া হয়েছে।

বাবা বলেন এই যে গীতা শাস্ত্র আছে তাতে জ্ঞানের পরিমাণ আটায় যতটুকু লবণ, ততটুকু। নুন ও চিনির মধ্যে কত

তফাৎ.... একটি মিষ্টি দ্বিতীয়টি নোনতা। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে গীতাকে লবনাক্ত করা হয়েছে। মানুষ পাঁকে ফেঁসে গেছে। তাদের জ্ঞানের রহস্য জানা নেই, এই জ্ঞান, ভগবান কেবল তোমাদেরই শোনাচ্ছেন, অন্যরা কেউ জানেনা। নলেজ তো খুবই সহজ। কিন্তু ভগবান পড়ান সেই কথা ভুলে যায়। টিচারকেই ভুলে যায়। তা নাহলে স্টুডেন্ট কখনো টিচারকে ভুলে যায়না। ক্ষণে ক্ষণে বলে বাবা আমরা আপনাকে ভুলে যাই। বাবা বলেন মায়াও কম নয়। তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। অনেক বিকর্ম কর। এমন একটা দিন নেই যে বিকর্ম করো না। একটাই মুখ্য বিকর্ম করো যা হল বাবার আদেশ ভুলে যাওয়া। বাবা আদেশ করেন মন্মনাভব, নিজেকে আত্মা ভাবো। এই আদেশ না মানলে বিকর্ম হবে নিশ্চয়ই। অনেক পাপ কর্ম হয়ে যায়। বাবার আদেশ যেমন খুব সহজ তেমন খুব কঠিন। যতই মাথা খাটাও তবুও ভুলেই যাবে কারণ অর্ধকল্প দেহ-অভিমান অবস্থা হয় কিনা। ৫ মিনিটও যথার্থ ভাবে স্মরণে বসতে পারে না। যদি সারা দিন স্মরণে থাকে তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা বোঝান এতেই পরিশ্রম আছে। তোমরা ঐ দৈহিক পড়াশোনা তো ভালো ভাবে করে থাকো । হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি পড়ার কত প্র্যাক্টিস আছে। কিন্তু স্মরণের যাত্রা করার একেবারেই অভ্যাস নেই। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা - এটা হলো নতুন কথা। বিবেক বলে এমন পিতাকে তো ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। একটু সময় বের করা হয় ভাত রুটি খাওয়ার জন্য, তাও বাবার স্মরণে থেকে। যত স্মরণে থাকবে ততই পবিত্র হবে। এমন অনেক বাচ্চা আছে, যাদের কাছে এত টাকা পয়সা আছে যে তার থেকে অনেক সুদ প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করে রুটি খেতে থাকো, ব্যস্। কিন্তু মায়া স্মরণ করতে দেয় না। কল্প পূর্বে যে যতখানি পুরুষার্থ করেছে ততই করবে। সময় লাগে। কেউ শীঘ্র দৌড়ে পৌঁছে যাবে এমন তো হতে পারেনা। এখানে তো দুই জন পিতা আছেন। অসীম জগতের পিতার নিজস্ব শরীর নেই। তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করে কথা বলেন। সুতরাং বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। বাবা বাচ্চাদের এই শ্রীমৎ দেন যে দেহ সহ সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা পবিত্র এসেছিলে। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে। এখন পবিত্র হওয়ার জন্যে শ্রীমৎ অনুসারে চলো, তখন বাবা গ্যারান্টি করেন তোমাদের পাপ কেটে যাবে, তোমাদের আত্মা কাঞ্চন সম হয়ে যাবে, তারপরে স্বর্গে দেহও কাঞ্চন সম প্রাপ্ত হবে। যারা এই কুলের হবে তারা তোমাদের কথা শুনে চিন্তায় পড়ে যাবে, বলবে তোমাদের কথা তো ঠিক। পবিত্র হতে হলে কাউকে দুঃখ দেবে না। মন, বচন, কর্মে পবিত্র হতে হবে। মনে ঝড় উঠবে। তোমরা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত কর কিনা, তোমরা সত্যি কথা বলো বা না বলো কিন্তু বাবা নিজে বলেন - মায়ার অনেক বিকল্প আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ করবে না।

সুতরাং এইরকম কন্ট্রাস্ট (বৈসাদৃশ্য) দেখিয়ে কথা গুলো লেখা উচিত। কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেন এবং শিব পুনর্জন্ম নেন না। কৃষ্ণ হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা, ইনি তো হলেন পিতা। তোমরা দেখেছ পাণ্ডবদের কত বিশাল ছবি বানিয়েছে। তার অর্থ হলো যে, তারা বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধি বিশাল ছিল, তারা শরীর বিশাল বানিয়ে দিয়েছে। তোমাদের মতো বিশাল বুদ্ধি অন্য কারো হতে পারেনা। তোমাদের হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ভক্তি মার্গে কত বিশাল চিত্র তৈরি করে টাকা নষ্ট করে। কত বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ তৈরি করে কত খরচ করেছে। বাবা বলেন তোমরা কত টাকা পয়সা হারিয়েছো। অসীম জগতের বাবা মন্তব্য করলেন। তোমরা ফিল (অনুভব) করো বাবা অনেক টাকা পয়সা দিয়েছেন। রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে রাজাদেরও রাজা করেছেন। তারা দৈহিক পড়াশোনা করে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তারপরে তার থেকে উপার্জন হয়। তাই বলা হয় নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম। এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও হলো সোর্স অফ ইনকাম, যার দ্বারা অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। ভাগবত, রামায়ণ ইত্যাদিতে কোনো নলেজ নেই। এইম অবজেক্ট কিছুই নেই। বাচ্চারা, বাবা যিনি হলেন নলেজফুল তিনি বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। এটা হল একেবারে নতুন পড়া। তাও কে পড়ান? ভগবান। নতুন দুনিয়ার মালিক করার জন্য পড়ান। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পড়া করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করেছেন। কোথায় রাজা পদ, আর কোথায় প্রজা । কারো ভাগ্য খুলে গেলে তার ভবসাগর পার। স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে যে আমরা এখন পড়ছি এবং পরে অন্য কাউকেও পড়াতে পারবো । পড়ায় পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। পাথরবুদ্ধি হওয়ার জন্যে কিছুই বুঝতে পারেনা। তোমাদের হতে হবে সোনার বুদ্ধি। সেও তাদের হবে যারা সার্ভিস করবে। ব্যাজ নিয়েও কাউকে বোঝাতে পারো। অসীম জগতের বাবার কাছে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। ভারত স্বর্গ ছিল তাইনা। এ হলো গতকালের কথা। কোথায় ৫ হাজার বছরের কথা, কোথায় লক্ষ বছরের কথা বলা হয়েছে। কতখানি তফাৎ। তোমরা বোঝাও তবুও বোঝে না, একেবারেই পাথরবুদ্ধি হয়েছে। এই ব্যাজ হল তোমাদের জন্যে যেন একটি গীতা, এতেই সম্পূর্ণ পড়া নিহিত আছে। মানুষের তো ভক্তি মার্গের গীতার কথাই স্মরণে থাকে। এখন তোমরা যে বাবার কাছে গীতা শুনছ তার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্যে সদগতি প্রাপ্ত করো। শুরুতে তোমরাও গীতা পাঠ করেছ। পূজা ইত্যাদিও তোমরাই আরম্ভ করেছ। এখন পুরুষার্থ করে গরীবদের ভক্তি মার্গের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রত্যেককে বোঝাতে থাকো। তাদের মধ্যে একজন দুজন জ্ঞানে আসবে। যদি ৫-৬ জন একসাথে আসে তবে চেষ্টা করবে আলাদা ফর্ম ভরিয়ে আলাদা

করে বোঝাতে। তা নাহলে তাদের মধ্যে একজন এমন থাকবে যে অন্যদের খারাপ করে দেবে। ফর্ম তো নিশ্চয়ই আলাদা ভরাও। একে অপরের না দেখলে বুঝতে পারবে। এইসব যুক্তির প্রয়োজন তাহলে তোমরা সফল হতে থাকবে।

বাবাও হলেন ব্যবসায়ী, যারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে তারা ভালো ব্যবসা করবে। বাবা কতখানি লাভ করান। একসাথে দল নিয়ে আসলে বলো ফর্ম আলাদা করে পূরণ করতে হবে। যদি সবাই রিলিজিয়াস মাইন্ডেড (ধার্মিক মনস্ক) হয় তবে একসাথে বসিয়ে প্রশ্ন করা উচিত। গীতা পড়েছো? দেবতাদের বিশ্বাস করো? বাবা বলেছেন ভক্তদেরই বলতে হবে। আমার ভক্ত এবং দেবতার ভক্তরা শীঘ্র বুঝবে। পাথরকে পরশমণি করা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। দেহ-অভিমান হলো কঠিনতম, খুবই খারাপ রোগ। যতক্ষণ দেহ-অভিমান না মিটছে ততক্ষণ পরিবর্তন হওয়া খুব কঠিন । এরজন্য তো সম্পূর্ণ নারায়ণী নেশা চাই। আমরা অশরীরী এসেছি, অশরীরী হয়ে ফিরতে হবে। এখানে কি আছে? বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রম আছে, এই হল উঁচু লক্ষ্য। আচার-আচরণের দ্বারাই যেন বোঝা যায় যে এইজন ভালো সহযোগী হবে কল্প পূর্বের মতো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মিক সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মন, বচন, কর্মে পবিত্র থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোরকম বিকর্ম যেন না হয় - তার খেয়াল রাখতে হবে। আত্মাকে কাঞ্চন বানাতে অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে।

২) দেহ-অভিমানের কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হতে নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে। অভ্যাস করো আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে।

বরদানঃ- যোগ করা এবং করানোর সাথে-সাথে প্রয়োগী আত্মা ভব

বাপদাদা দেখেছেন যে বাচ্চারা যোগ করা আর করানো দুটোতেই খুব হুশিয়ার। তো যেরকম যোগ করা আর করানোতে যোগ্য হয়েছো, এইরকম প্রয়োগ করতেও যোগ্য হও আর বানাও। এখন প্রয়োগী জীবনের আবশ্যকতা আছে। সবার আগে চেক করো যে নিজের সংস্কার পরিবর্তনে কতখানি প্রয়োগী হয়েছো? কেননা শ্রেষ্ঠ সংস্কারই হল শ্রেষ্ঠ সংসার রচনার ভিত্তি। যদি ভিত্তি মজবুত তো অন্য সকল কথা স্বতঃ মজবুত হয়েই আছে।

স্লোগানঃ- অনুভবী আত্মারা কখনও বায়ুমণ্ডল বা সঙ্গের রঙে আসতে পারবে না।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

সদা খুশীর দোলনায় দুলতে থাকা সকলের বিঘ্ন হরণকারী বা সকলের মুশকিলকে তখন সহজ করতে পারবে যখন সংকল্পে দৃঢ়তা থাকবে আর স্থিতিতে ডবল লাইট হবে। আমার কিছু নেই, সব কিছুই হলো বাবার। যখন বোঝা নিজের উপর রাখো তখনই সকল প্রকারের বিঘ্ন আসে। আমার নেই তো নির্বিঘ্ন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;